পঞ্চম অধ্যায়

আগামীর পথে: সীমাবদ্ধতা এবং নীতি কৌশল

ভূমিকা

৫.১ এ অধ্যায়ে ২০১৫-১৭ অর্থবছরের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো এবং বাৎসরিক বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামগ্রিক অর্থে বৈশ্বিক অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোর সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নশীল এবং উদীয়মান দেশগুলোর রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করবে যা এসব দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বাড়াবে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরো অঞ্চল এবং জাপানের সমন্বিত প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালের (১ শতাংশ) চেয়ে ২০১৪ সালে প্রায় দ্বিগুণ (১.৯ শতাংশ) হবে বলে আশা করা হচ্ছে (এডিবি, ২০১৪)। আইএমএফ ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করেছে যথাক্রমে ৩.৬ এবং ৩.৯ শতাংশ। আইএমএফ আরও প্রক্ষেপণ করেছে যে, ২০১৪-১৫ সালে উন্নত দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধি হবে ২.২৫ শতাংশ যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি হচ্ছে ২.৭৫ শতাংশ। উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোতে ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে আইএমএফ এর প্রক্ষেপণ হলো যথাক্রমে ৪.৭, ৫.০ এবং ৫.২৫ শতাংশ (আইএমএফ, ২০১৪)। এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বা ভোগ নয়, বিশ্ব অর্থনীতির বহুমুখী গতি প্রকৃতি এবং অভিঘাতসমূহও গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২ বাংলাদেশ গত চার বছর ধরেই ৬ শতাংশের বেশী প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং সরকার দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের জন্য নীতি প্রণয়ন করেছে। তথাপি অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনিশ্চয়তা প্রাথমিকভাবে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে। ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ পরিবেশের জন্য বেশকিছু সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে যেমন বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি স্বল্পতা, ভৌত অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা, আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যের সাথে জ্বালানি ও জ্বালানি বহির্ভূত মূল্য সমন্বয়, রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির অনিশ্চয়তা, মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী চাপ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অপূর্ণ ব্যবহার, ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ, ভর্তুকির বর্ধিত চাপ, মুদ্রা বিনিময় হারের অস্থিতিশীলতা এবং বৈদেশিক রিজার্ভের উপর চাপ। এছাড়াও বেশ কিছু সামাজিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেমন, MDG লক্ষ্যসমূহে পৌঁছানো, পপুলেশন ডিভিডেন্ড আহরণ করা, মানবসম্পদের মান উন্নত করা ইত্যাদি। তবে যে চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে তা অবশ্যই ঘটবে এমন নয়। বিদ্যমান দেশীয় এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশ বিবেচনায় মধ্যমেয়াদে কী ঘটতে পারে-এ অধ্যায়ে তারই আলোচনা করা হয়েছে। সরকারের দৃঢ় এবং দক্ষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং সময়োপযোগী নীতি গ্রহণ এ সকল চ্যালেঞ্জ প্রশমিত করতে সমর্থ হবে এবং মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ পূরণে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

৫.৩ সীমাবদ্ধতা এবং নীতি কৌশলসমূহ কতগুলো অনুমিতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত জাতীয় নির্বাচনের পরে ভোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত জানুয়ারি ২০১৪ এবাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। একইসাথে বেসরকারি খাতে অব্যাহত ঋণ প্রবাহ বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত নগদ ঋণ/ভর্তুকি হ্রাসের জন্য বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি করা হবে যা ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস করবে। চতুর্থত আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য শস্য এবং জ্বালানি তেলের মূল্য অপরিবর্তিত থাকবে। পরিশেষে ধরে নেয়া হচ্ছে যে বড় কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থনীতিকে প্রভাবিত করবে না।

সরবরাহ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা এবং নীতি কৌশল

বিদ্যুৎ খাত

৫.৪ সরবরাহ তাড়িত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে বিদ্যুৎ খাত হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বর্ধিত চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ না হওয়ায় স্বাধীনতার পর থেকে দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি বিরাজ করছে। সরকারের বিচক্ষণ নীতির ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবহারের ঘাটতি খুব বেশি নয় এবং সরবরাহ একটি স্বস্তিদায়ক অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। সরকার একই সাথে সমভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতা ১০,৩৪১ মেগাওয়াট যার মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়েছে ৭,৩৫৬ মেগাওয়াট। ২০০৯ সালের জানুয়ারি হতে ২০১৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৫,০৬০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযোজিত হয়েছে। বর্ধিত চাহিদা পূরণে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ১,২৪৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযোজিত হবে। আশা করা যায় যে, মধ্যমেয়াদে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে তা বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

৫.৫ সরকার পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লান (পিএসএমপি) ২০১০ প্রণয়ন করেছে। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা হবে ১৯,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে চাহিদা হবে ৩৪,০০০ মেগাওয়াট। সরকার কয়লা ভিত্তিক, পারমাণবিক, নবীকরণযোগ্য এবং সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। খুলনার রামপালে ১,৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৭ সালের মধ্যে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা প্রায় ১৯,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারি হতে ২০১৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১,০১২ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ৪০,০০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন সংযোজন করা হয়েছে।

৫.৬ যদিও মধ্যমেয়াদে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা আশাব্যঞ্জক, বিভিন্ন কারণে এর বাস্তবায়ন সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। নতুন বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণ ও পুরোনো প্ল্যান্টগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগের তদারকি ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। বাস্তবায়ন পদ্ধতি সুপরিকল্পিত না হলে উচ্চ মূলধনী বিনিয়োগ বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি করতে পারে। আবার ২০১৭ সালের মধ্যে MTMF এ প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি ৮.০ শতাংশ অর্জন করতে হলে শিল্প এবং কৃষিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন হবে। এমতাবস্থায়, রাজস্ব খাত ও লেনদেন ভারসাম্যের উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব এড়ানোর লক্ষ্যে দ্রুত গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্টে উত্তরণের বিষয়ে গুরত্ব দিতে হবে। এতে স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হলে বেসরকারি খাতের বিকাশ সহজতর হবে। আর এ উদ্দেশ্যে যথাশীঘ্র জাতীয় কয়লা নীতি চূড়ান্ত করনের কার্যক্রম অব্যহত আছে।

জ্বালানি খাত

৫.৭ বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির বৃহত্তম উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। বর্তমানে উত্তোলিত মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের ৪১ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয় ক্যাপটিভ পাওয়ার (১৭ শতাংশ), শিল্প (১৭ শতাংশ), সার (৮ শতাংশ), সিএনজি (৫ শতাংশ), গৃহস্থালি (১১ শতাংশ) এবং অন্যান্য (১ শতাংশ) প্রয়োজনে। জানুয়ারি ২০১৪ এ প্রতিদিন ২,৩৩২ মিলিয়ন কিউবিক ফুট (সিএফটি) গ্যাস উত্তোলিত হয়েছে ১৯টি গ্যাস ক্ষেত্র হতে। উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় জ্বালানির চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে। সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার কারণে জানুয়ারি ২০০৯ সাল হতে গ্যাসের দৈনিক অতিরিক্ত উৎপাদন বেড়েছে ৫৮৮ মিলিয়ন সিএফটি যা ন্যাশনাল গ্রিডে সংযুক্ত হয়েছে। গ্যাস খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধনের জন্য সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি বাপেক্সকে শক্তিশালীকরণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান সহ আরো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যে, ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে গ্যাসের দৈনিক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৩,৮০০ মিলিয়ন সিএফটি। সরকার মূলত দেশীয় উৎস হতে গ্যাসের এই চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা অনুসারে ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে ৭৬৫ মিলিয়ন অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত হবে।

৫.৮ দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সরকারের একটি নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে দেশে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের পাশাপাশি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তরল জ্বালানির মজুদ বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন হতে বর্তমানে ১০.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহে সীমাবদ্ধতার কারণে বিদ্যুৎ খাত জ্বালানি তেলের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হবে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্য আমদানির লক্ষ্যে ৩,১১৬.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণপত্র খোলাহয় যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বেশী (২,৭১১.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। প্রক্ষেপিত বিশ্ব জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে শিল্প, কৃষি এবং যোগাযোগ খাতে পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জীবাশ্ম জ্বালানির বর্ধিত চাহিদা পূরণ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণ এবং এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও জ্বালানি খাতের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৫.৯ জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম উৎস হল পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের ভবিষ্যৎ চাহিদার ধারা/গতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সারণি ৫.১ এ দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে উন্নত দেশগুলোতে তেলের চাহিদা কমবে এবং উন্নয়নশীল দেশে তেলের চাহিদা বাড়বে। ২০৩৫ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলোর প্রতিদিন ৪০.৪ মিলিয়ন ব্যারেল জ্বালানি তেলের প্রয়োজন হবে যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজন হবে প্রতিদিন ৬২.১ মিলিয়ন ব্যারেল। বিশ্ব অর্থনীতির বিশেষকরে উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে -যার কারণে জ্বালানি তেলের মূল্যও বাড়তে থাকবে বলে ধরে নেয়া যায়।

সারণি ৫.১. বিশ্ব জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক চাহিদার পূর্বাভাস ২০১৫-২০৩৫ (দৈনিক মিলিয়ন ব্যারেল)

	201২	2015	2020	2025	2030	2035
ওইসিডি (OECD)	46.০	45.২	৪৪.2	4৩.১	4১.৮	4০.৪
উন্নয়নশীলদেশ	3৭.৮	4১.১	46.৬	51.৮	5৭.০	6২.১
ইউরেশিয়া	৫.০	5.৩	5.৫	5.৭	5.৮	৬.০
সারাপৃথিবী	8৮.৯	91.৬	96.৩	100.৭	104.৬	10৮.৫

উৎস : World Oil Outlook 2013

৫.১০ স্বল্প মেয়াদে তেলের মূল্য বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই (আইএমএফ, ২০১৪)। অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের ব্যারেল প্রতি গড়পড়তা মূল্য ২০১৪ সালে নিম্নমুখী দেখাচ্ছে (ব্যারেল প্রতি মূল্য ৯৮.৯ মার্কিন ডলার)। Annual Energy Outlook 2013[1] এ দুই ধরনের তেলের মূল্যের গতি দেখানো হয়েছে যেখানে একটি হলো ২০১৩ সালের প্রক্ষেপণ অনুসারে এবং অন্যটি হলো ২০১৪ সালের প্রক্ষেপণ অনুসারে। চিত্র ৫.১ এ ২০৪০ সাল পর্যন্ত প্রক্ষেপিত তেলের মূল্য (২০১২ এর মার্কিন ডলার/ব্যারেল) দেখানো হয়েছে।

৫.১১ চিত্র ৫.১ হতে দেখা যাচ্ছে যদি রেফারেন্স কেস ২০১৪ বিদ্যমান থাকে তবে ২০১৭ সাল পর্যন্ত অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে হবে ব্যারেল প্রতি ৯১.৮৪ মার্কিন ডলার এবং এরপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪০ সালে ব্যারেল প্রতি ১৪১ মার্কিনডলার হতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জ্বালানি তেলের বর্ধিত চাহিদা ও উচ্চ মূল্য লেনদন ভারসাম্যের উপর চাপ সৃষ্টি ও মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বর্ধিত মূল্য ভর্তুকির প্রয়োজন হতে পারে।

চিত্র৫.১. ব্রেন্ট অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক মূল্যের পূর্বাভাস

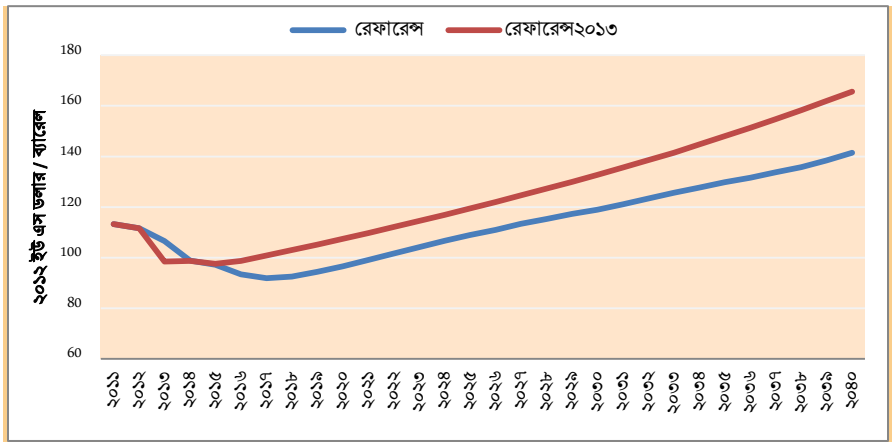

[1]US Energy Information Administration, US Department of Energy.

উৎস: Annual Energy Outlook 2013

৫.১২ বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে মূল্য ভর্তুকি বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত। সুতরাং মধ্যমেয়াদে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতের মূল্য সমন্বয় অব্যাহত রাখার প্রয়োজন হবে। অধিকন্তু, রাজস্ব সমন্বয়ের (fiscal adjustments) প্রয়োজনও হতে পারে। এ অবস্থায়, জ্বালানি তেলের সম্ভাব্য মূল্য বৃদ্ধির অভিঘাত মোকাবেলার জন্য জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ বিভাগ স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে।

অবকাঠামো

৫.১৩ সরবরাহ সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। মোট বাজেটে পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতের (ছয়টি[২] মন্ত্রণালয় নিয়ে) প্রকৃত ব্যয়ের[৩] অংশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে (চিত্র ৫.২ দেখুন)। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকার অনেক বৃহৎ এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

চিত্র ৫.২. পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে ব্যয় (সর্বমোট ব্যয়ের শতকরা হারে)

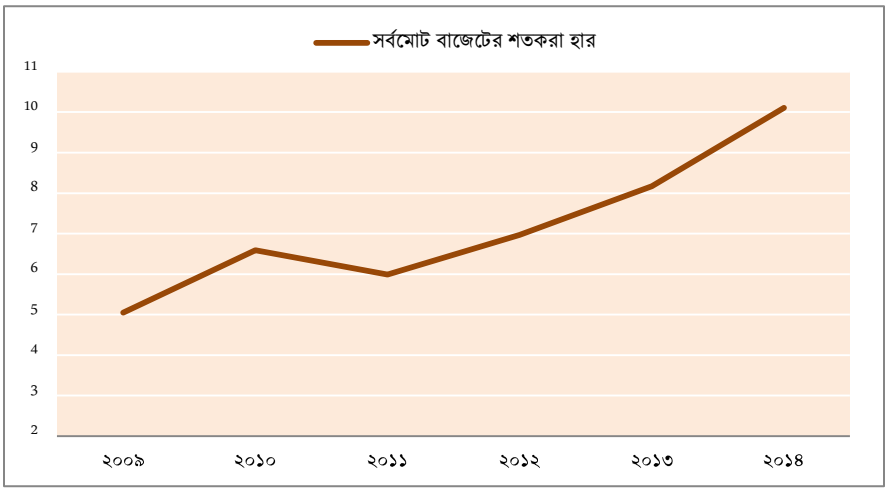

উৎস: অর্থ বিভাগ

নীতি কৌশল

- সরকার গত ২৬/০৮/২০১৩ তারিখে ইন্টিগ্রেটেড মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্ট পলিসি (IMTP) অনুমোদন করেছে

[২] মন্ত্রণালয়গুলো হচ্ছে রেলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান এবং পর্যটন মন্ত্রনালয়।

[৩] এখানে সর্বমোট প্রকৃত ব্যয় হল ঋণ ও অগ্রিম, খাদ্য হিসাব এবং এডিপি বহির্ভূত কর্মসংস্থান সৃজনকারি কর্মসূচি বাদ দিয়ে। অর্থবছর ২০১৪ এর হিসাবটি প্রকৃত নয়, বাজেট প্রাক্কলন।

- পদ্মা সেতু নির্মাণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে যাতে রাজধানীর সাথে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়
- ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য একটি স্ট্রাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান (STP) প্রনয়ণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে MRT (Mass Rapid Transit) চালু করা হবে
- দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ সড়ককে বিদ্যমান দুই লেনের পরিবর্তে চার লেনে রূপান্তরের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে
- সরকার সারাদেশে নুতন রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য এ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে যাতে জনগণের জন্য এবং মালামাল পরিবহনের জন্য কম খরচে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে ছয়টি বৃহৎ প্রকল্পর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার জন্য একটি ফার্স্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে (পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, রামপাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপণ প্রকল্প, ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট উন্নয়ন প্রকল্প (Metro Rail), এলএনজি ফ্লটিং স্টোরেজ এবং রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট নির্মাণ প্রকল্প এবং গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প)

উৎপাদন

৫.১৪ ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৫২ শতাংশ যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬.০১ শতাংশ। শস্য ও উদ্যানপালন খাতে প্রবৃদ্ধি ২০১১-১২ অর্থবছরের ১.৭৫ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে দাঁড়ায় ০.৫৯ শতাংশ। ফলে ব্রড সেক্টর বিভাজন অনুসারে, কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি ২০১১-১২ অর্থবছরের ৩.০১ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ২.৪৬ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির কারণে (১০.৩১ শতাংশ) মোট শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.৬৪ শতাংশ- যা পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা কিছুটা বেশি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি সামান্য হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৫.৫১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৬.৫৮ শতাংশ (বিবিএস, ২০১৪)।

৫.১৫ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নির্বাচন পূর্ববর্তী পুনঃ পুনঃ হরতালের কারণে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে (৮.৩৯ বনাম ৯.৬৪ শতাংশ)। বৃহৎ এবং মাঝারি আকারের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের কোয়ান্টাম ইনডেক্স হতে দেখা যায় যে, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ের প্রবৃদ্ধি হল ৯.১৪ শতাংশ যা গত অর্থবছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম (১০.৭৬ শতাংশ)। অন্যদিকে বিবিএস-এর সাম্প্রতিক প্রক্ষেপণে দেখা যাচ্ছে যে, চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে শিল্প ও কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৮.৩৯ এবং ৩.৩৫ শতাংশ। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুসারে চলতি অর্থবছরে আমন ধানের উৎপাদন হয়েছে ১৩.০২ মিলিয়ন মেট্রিক টন যা গত অর্থবছরে ছিল ১২.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। চলতি অর্থ বছরে বোরো (ধান) উৎপাদন প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৮.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১৮.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। যদিও চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে

অর্থনীতি উপর্যুপরি হরতালের সম্মুখীন হয়েছে তথাপি উৎপাদন খাতে তাৎক্ষণিক কোন ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ নেই।

জনমিতিকলভ্যাংশ

৫.১৬ জনসংখ্যা বিন্যাসের লভ্যাংশ বা জনমিতিক লভ্যাংশ (Population Dividend) হল জন সংখ্যার বয়স কাঠামোর কারণে কোন দেশের প্রাপ্ত আর্থিক লাভ যখন কর্মক্ষম জনসংখ্যা নির্ভরশীল জনসংখ্যা অপেক্ষা বেশি হয়। বাংলাদেশ বর্তমানে এ জনমিতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। ফলে মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ করার এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। একই সাথে ভৌত মূলধনে বিনিয়োগ বৃদ্ধিওঅত্যাবশ্যক। এ সময়ে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে অধিক ব্যয় করলে ভবিষ্যতে এ থেকে প্রাপ্তি হবে অনেক বেশি। সরকার এ জনসংখ্যা লভ্যাংশ সম্পর্কে সম্যক অবহিত এবং এ লভ্যাংশ সম্পূর্ণরূপে আদায়ের জন্য বাজেটে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।

চাহিদার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা এবং নীতি কৌশল

রেমিট্যান্স প্রবাহ

৫.১৭ সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে রেমিট্যান্সের ভূমিকা অনস্বীকার্য। লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা প্রদান, শিল্প/বাণিজ্য উদ্যোগ সম্পর্কিত কার্যক্রমকে উজ্জীবিতকরণ এবং ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উদ্দীপিতকরণের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রবাহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম রেমিট্যান্স প্রাপক দেশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের উপাত্ত অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক (-৪.৭৮) তবে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে যা অর্থবছরের শেষে ধনাত্মক হতে পারে। রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ হলো ইউএস ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী মুদ্রার উপচিতি। তদুপরি সৌদি আরব, লিবিয়া ও ইরাকে জনশক্তি রপ্তানি পুনরারম্ভ হওয়া, মালয়েশিয়া এবং সৌদি আরবে অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীদের নিয়মিত করায়, বর্ধিত হারে মহিলা শ্রমিকগণের বিদেশে যাওয়া (হংকং, লেবানন এবং অন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে)- এ সবগুলো কারণ একসাথে রেমিট্যান্সের এর অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি করেছে। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বিদেশে চাকুরির জন্য গমন করেছে মোট ২৪.৫১ লক্ষ। বর্তমান সরকারের মেয়াদে অর্থাৎ জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বিদেশে বাংলাদেশীদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের পরিমাণ ১০ লাখের বেশি।

৫.১৮ বাংলাদেশী অভিবাসীগণ মূলত স্বল্প-দক্ষ/আধা-দক্ষ শ্রমিক। এ কারণে host country-র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলে তাদের চাকুরিচ্যুত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকায় রেমিট্যান্স প্রবাহে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি, বর্তমান বাজার সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার অন্বেষণের মাধ্যমে বিশেষ কোন অঞ্চলের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা একটি চ্যালেঞ্জ।

নীতি কৌশল

৫.১৯ রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে:

- অভিবাসন খরচ হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে G2G পদ্ধতিতে শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণের মাধ্যমে এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে
- প্রাপকের কাছে রেমিট্যান্স পৌঁছানোর প্রক্রিয়া সহজীকরণ
- অভিবাসী শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের অধিকার সংরক্ষণ
- মালয়েশিয়া এবং সৌদি আরবে অবৈধ শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ২০১০ সাল হতে প্রবাসীদের ঋণ ও অন্যান্য সেবা প্রদান
- প্রত্যাবাসিত অভিবাসী শ্রমিকদের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে স্থানচ্যুত অভিবাসী শ্রমিকদের পুনরায় বিদেশি চাকুরিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলকে (NSDC) কার্যকর করা যাতে দক্ষ ও আধা-দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার মাধ্যমে NSDP (National Skill Development Plan) বাস্তবায়ন করা যায়
- Skills for Employment Investment Program নামে ১.৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সাপেক্ষে ১০ বছর মেয়াদি একটি কর্মসূচি সরকার অনুমোদন করেছে। প্রকল্পটি বিদ্যমান এবং নুতন শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি করবে যাতে করে তারা অদক্ষ বাংলাদেশী নয় বরং দক্ষ শ্রমশক্তি হিসাবে বিদেশে চাকুরি খুঁজে পায়। এই প্রকল্প রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বাড়াবে।

রপ্তানি বহুমুখীকরণ

৫.২০ জুলাই-এপ্রিল ২০১৩-১৪ অর্থবছরের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ২৪.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জুলাই-মার্চ সময়ে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.১৪ শতাংশ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে রপ্তানিআয়ের প্রবৃদ্ধি ১৩.১৮ শতাংশ- যা গত বছরের তুলনায় বেশী। রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে গার্মেন্টস খাত হতে যা ভালভাবে অগ্রসরমান এবং জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত এ খাতের প্রবৃদ্ধি ধনাত্মক। তাছাড়া চামড়া, হিমায়িত খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য-এগুলোরও প্রবৃদ্ধি ধনাত্মক। পক্ষান্তরে কিছু পণ্য যেমন কাঁচা পাট, পাট জাত দ্রব্য (কার্পেট ব্যতীত), কৃষি পণ্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক পণ্যের রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইউরোপগামী বিধায় সেখানকার অর্থনীতিতে সংকোচন বা শ্লথগতি আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হ্রাস করতে পারে। তবে গার্মেন্টসসহ অধিকাংশ বাংলাদেশী পণ্যকে ভারতের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদান করায় সেদেশে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫.২১ আমাদের রপ্তানি ভিত্তি সংকীর্ণ কেননা মোট রপ্তানি আয়ের ৭৫ শতাংশ গার্মেন্টস খাত হতে আসে। গত অর্থবছরে দুটি অবর্ণনীয় দুর্ঘটনার কারণে গার্মেন্টস খাতে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান উন্নত করার বিষয়ে সরকার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে ব্যাপক আলোচনা করেছে এবং শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ উন্নতকরণে ইতোমধ্যে

কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে রপ্তানি আয় হ্রাস না পায়। রপ্তানি পণ্যের ভিত্তি সম্প্রসারণ আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। অপ্রচলিত পণ্য হতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি রপ্তানি বহুমুখী করণের নির্দেশক। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, জাহাজ নির্মাণ, প্ল্যাস্টিক দ্রব্যাদি এবং ঔষধের মত অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যাপক প্রচেষ্টা প্রচলিত পণ্যের রপ্তানি আয় হ্রাসের ক্ষতি আংশিকভাবে পূরণ করতে পারে।

আমদানি

৫.২২ ২০১২-১৩ অর্থবছরের আমদানি (সি এন্ড এফ) ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় ৪.০৩ শতাংশ কম ছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ের আমদানি ব্যয় গত ২০১২-১৩ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.৪৮ শতাংশ বেশি। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের জুলাই-মার্চ সময়কালের আমদানি ব্যয় ছিল ২৫.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের একই সময়কালে আমদানি ব্যয় ২৯.৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত অর্থ বছরের তুলনায় চলতি অর্থ বছরের আমদানি ঋণ পত্রের সেটেলমেন্ট জুলাই-মার্চ সময়ে ১৪.১২ শতাংশ বেশি। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে নুতন আমদানি ঋণপত্র খোলার পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৪৬ শতাংশ বেশি। আমদানির ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে যে মুদ্রার উপচিতি সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

সরকারি খাতের সীমাবদ্ধতা এবং নীতি কৌশল

রাজস্ব আহরণ

৫.২৩ ২০১২-১৩ অর্থবছরের ৬.০১ শতাংশ প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মধ্যে ৮.০ শতাংশে উন্নীত করতে হলে সরকারি বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। বর্ধিত বিনিয়োগের বড় অংশই অর্থায়ন করা হবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রক্ষেপিত সরকারি বিনিয়োগ করতে হলে জিডিপি-র ১.০ শতাংশ অতিরিক্ত রাজস্ব আহরণ করতে হবে।

৫.২৪ ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের চিত্র আশাব্যঞ্জক ছিল। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা ও কার্যক্রম এসময়ে রাজস্ব আহরণের বৃদ্ধির কারণ যা চতুর্থ অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণনা করা হযেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রকৃত রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ছিল ১২.৩ শতাংশ যা বাজেট প্রাক্কলনের উচ্চ আদায় হার নির্দেশক। বাংলাদেশের ১২.৩ শতাংশ রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত দক্ষিণ এশিয়ার কতিপয় দেশের মত হলেও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১৩.৩ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে যা বাজেট প্রাক্কলনে ১৪.১ শতাংশ ছিল।

৫.২৫ শুধু রাজস্ব আহরণের জন্যই নয়-রাজস্ব খাতের স্থিতিশীলতার জন্য কর ব্যবস্থা সংস্কারের চলমান কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখা জরুরি। রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে করের ভিত্তি এবং আওতা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে সরকারকে ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন অথবা ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হতে পারে। এতে করে বাজেট ভারসাম্য,

প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম এবং ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহ হ্রাসের মাধ্যমে বিনিয়োগ কিছুটা প্রভাবিত হতে পারে।

৫.২৬ উন্নততর বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশের জন্য বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে বিপুল বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বাজেট ঘাটতি অপরিবর্তিত রাখার লক্ষ্যে কর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করাই সর্বোত্তম পন্থা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত ১০.৪ শতাংশ যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার মধ্যে অন্যতম হল কর সংক্রান্ত আইন ও পদ্ধতিসমূহ সহজীকরণ, লজিস্টিক ও অটোমেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কর ফাঁকির সুযোগ হ্রাসকল্পে উন্নততর প্রয়োগ কৌশল চালু করা অন্যতম।

ঘাটতি অর্থায়ন

৫.২৭ রাজস্ব ঘাটতি সাধারণত তিনটি উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে - বৈদেশিক সাহায্য, ব্যাংক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ব্যক্তি খাতের সঞ্চয় থেকে ঋণ গ্রহণ। ঘাটতি অর্থায়ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা এবং ব্যক্তি খাতে ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করে। প্রাথমিকভাবে এর কারণ হল বৈদেশিক সাহায্যের অপ্রতুল ব্যবহার এবং বাজেটে ভর্তুকির বরাদ্দের ত্রুমান্বয় বৃদ্ধি। তবে এ পর্যন্ত ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির ৫ শতাংশের নিচে রাখা হয়েছে। এ নীতি কঠোরভাবে প্রতিপালন করা সম্ভব হলে মধ্যমেয়াদে বাজেট ঘাটতি কোন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে না।

বৈদেশিক অর্থায়ন

৫.২৮ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের কারণে সরকারকে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। ফলে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকারীদের ঋণ প্রাপ্তি হ্রাসের সম্ভাবনা থেকে যায় এবং এর ফলে মূল্যস্ফীতি হতে পারে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহারের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বিগত তিন অর্থবছরে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার বৃদ্ধির প্রবণতা চিত্র ৫.৩ থেকে দেখা যেতে পারে। এ চিত্র থেকে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার ৮২ শতাংশ থেকে ৮৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

চিত্র ৫.৩: প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের গতিধারা (অর্থ বছর ২০১১-১৩)

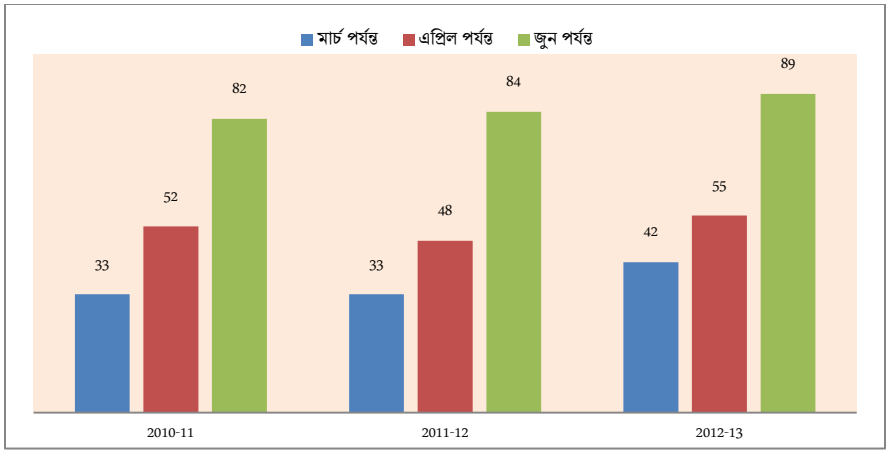

উৎস: আইএমইডি

নীতি কৌশল

৫.২৯

- ❖ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে প্রতি সপ্তাহে একনেকের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে
- ❖ আইএমইডি-র পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে
- ❖ পুন:পুন: প্রকল্প পরিচালক বদলি করা বন্ধ করা হয়েছে
- ❖ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ পাইপলাইনে থাকা বৈদেশিক সাহায্য দ্রুত ছাড়করণের পন্থা উদ্ভাবনে কাজ করছে
- ❖ প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ক্ষমতা/সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে

অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন

৫.৩০ নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাতের (২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১.৯ শতাংশ) কারণে ঘাটতি অর্থায়নের জন্য দেশী-বিদেশী সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থাপনার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রকৃত বাজেট ঘটতি ছিল জিডিপি-র ৪.৪ শতাংশ যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে অর্থায়নের পরিমাণ ছিল জিডিপি-র ৩.১ শতাংশ। ২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়নের পরিমাণ কম-বেশী জিডিপি-র ৩.১ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

৫.৩১ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিচক্ষণ সামষ্টিক ও রাজস্ব নীতির কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও সারের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মূল্য ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মধ্যমেয়াদে বাজেটে সম্পদের উপর বর্ধিত চাপ পড়তে পারে।

বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার পরিকল্পনার চেয়ে কম হলে প্রক্ষেপণের চেয়ে অধিক পরিমাণে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের কারণ হতে পারে। তবে অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন প্রক্ষেপিত পর্যায়ে সীমিত রাখা এবং এক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সরকার সতর্ক রয়েছে। অধিকন্তু, সঞ্চয়পত্রকে আকর্ষণীয় করতে এর সুদের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নগদ ঋণ/প্রনোদনার চাহিদা

৫.৩২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নগদ ঋণ/প্রণোদনার চাহিদাবৃদ্ধি পাচ্ছে যা বাজেট ঘাটতির উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং এর ফলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বিচ্যুতি দেখা দেয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে দুটি উল্লেখযোগ্য খাতের (জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ)নগদ ঋণ ধার্য করা হয়েছে মোট ১৩,৪৫০ কোটি টাকাযা জিডিপি-র ১.৩ শতাংশ। চিত্র ৫.৪ হতে দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রদত্ত নগন ঋণ-জিডিপি'র অনুপাত কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। চিত্র ৫.৫এ কৃষি খাতে ২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে প্রণোদনা-জিডিপি'রঅনুপাত দেখানো হচ্ছে।

চিত্র ৫.৪: জিডিপি'র শতকরা হারে প্রধান দুটি নগদ ঋণের গতিধারা (অর্থবছর ২০০৯ থেকে ২০১৪)

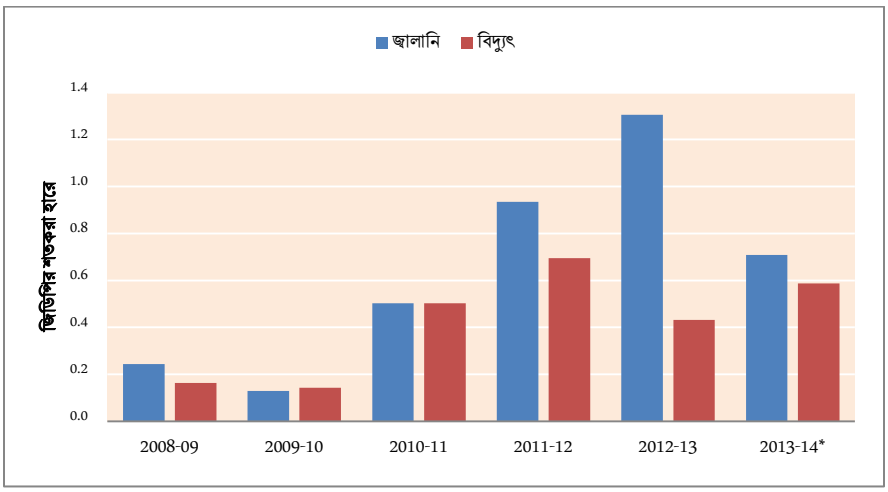

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, নোট * মানে প্রাক্কলিত, অন্যগুলো প্রকৃত মান

চিত্র ৫.৫. জিডিপির শতকরা হারে কৃষি প্রণোদনার গতিধারা (অর্থবছর ২০০৯ থেকে ২০১৪)

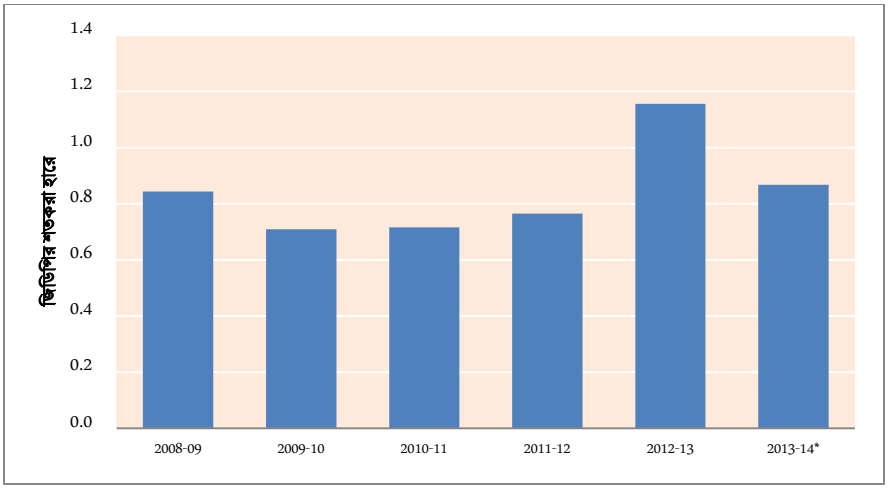

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, নোট * মানে প্রাক্কলিত, অন্যগুলো প্রকৃত মান

নীতি কৌশল

৫.৩৩

- ধাপে ধাপে মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুৎ এর উপর প্রদত্ত নগদ ঋণ সহনীয় পর্যায়ে আনা হবে
- কৃষি খাতের প্রণোদনা ক্রমান্বয়ে লক্ষ্যভিত্তিক করা হবে যাতে এর সর্বোচ্চ সুযোগ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা পায়।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

৫.৩৪ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দকৃত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার জরুরি। বিগত পাঁচ বছরের প্রবণতা (চিত্র ৫.৬) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারের হার এখনও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হলেও ক্রমান্বয়ে ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যয়ের গুণগত মান বজায় রেখে যথাসময়ে বৃহত্তর এডিপি বাস্তবায়ন আগামী অর্থবছরগুলোতেও সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকতে পারে। তবে ইতিবাচক বিষয় হল যে, পরিসংখ্যান সাক্ষ্য দিচ্ছে সরকারের বিভিন্নমুখী সংস্কারমূলক পদক্ষেপের ফলেই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা/নীতি-কৌশল আগামীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

চিত্র ৫.৬. সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের গতিধারা (অর্থবছর ২০০৮ থেকে ২০১৩)

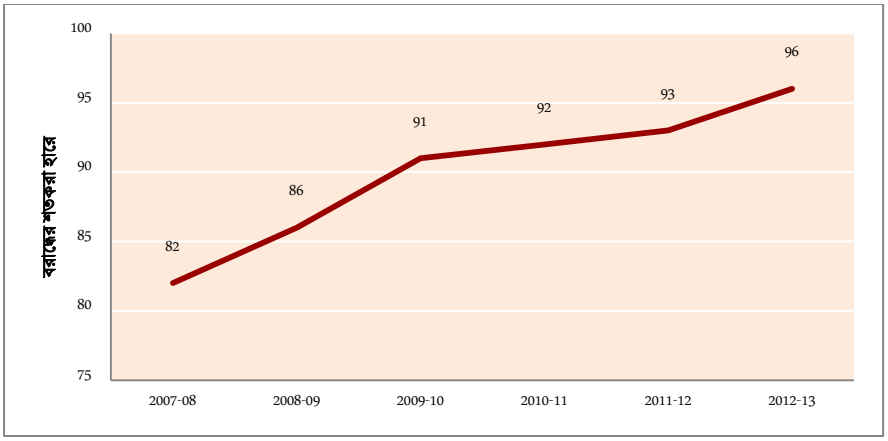

সূত্রঃ আইএমইডি

নীতি-কৌশল

৫.৩৫ ব্যয়ের গুণগত মান বজায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অধিকতর সমন্বিত বাজেট পদ্ধতি সম্বলিত মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (Medium Term Budget Framework) আওতায় আনা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সম্পূর্ণ ও গুণগত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সংস্কার

- প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ
- কারিগরি দিক থেকে জটিল এবং উচ্চ ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের পর্যাপ্ত বাছাইসহ সম্ভাব্যতা যাচাই বাধ্যতামূলককরণ
- প্রকল্প মূল্যায়নে ক্রয় পরিকল্পনার পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্তকরণ
- সুদৃঢ় ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Robust Result Based Monitoring and Evaluation) পদ্ধতির প্রবর্তন
- Electronic Government Procurement (eGP) ব্যবস্থার প্রবর্তন
- অনলাইন Procurement Performance Monitoring System প্রবর্তন
- পরিসংখ্যান প্রণয়ন এবং প্রকাশনার লক্ষ্যে পরিসংখ্যান আইন ২০১২ এর ভিত্তিতে বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান।

সরকারি খাতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সংস্কার কার্যক্রম

- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রবর্তন
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর গুণগত মান শক্তিশালী ও নিবিড়করণ (deepening)
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

- ❖ জাতীয় সংসদে রাজস্ব প্রাপ্তি, ব্যয় ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পেশ
- ❖ তথ্য কমিশনের প্রতিষ্ঠা।

মুদ্রা ও আর্থিক খাত: সীমাবদ্ধতা ও নীতি-কৌশল

লেনদেনের ভারসাম্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

৫.৩৬ ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত (২.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) পরিলক্ষিত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে পণ্য বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী ২০১২-১৩ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে বাণিজ্য ভারসাম্যে উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অধিকন্তু, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় বৈদেশিক বিনিয়োগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে (যথাক্রমে ১,১৪৮ এবং ১,১০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সার্বিক ভারসাম্যের পরিমাণ ৩,৩২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৩,৫০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। উচ্চতর রেমিট্যান্স প্রবাহের কারণে এ পর্যন্ত লেনদেনের ভারসাম্যে অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছে (বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৪)।

৫.৩৭ ২০১২-১৩ অর্থবছরের শেষে (৩০ জুন ২০১৩) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৫.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখে এর পরিমাণ ২০.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এশীয় ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) দায় ব্যতীত স্থূল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৬.১৩[৪] মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। মধ্যমেয়াদে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধির অপ্রত্যাশিত অভিঘাতের সম্ভাবনা বৈদেশিক মুদ্রার এই পরিমাণ রিজার্ভ ধরে রাখাকে একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত করতে পারে, যদিও স্বল্পমেয়াদে এ সম্ভাবনা নেই। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর কোন চাপ বাংলাদেশের ঋণ উপযোগিতাকে নিম্নগামী করার সাথে সাথে বাংলাদেশের সার্বভৌম রেটিং এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাদি লেনদেনের ভারসাম্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রভূত সহায়ক হবে মর্মে সরকার আশা প্রকাশ করে।

মুদ্রা খাত

৫.৩৮ সাম্প্রতিক Monetary Policy Statement (জানুয়ারি-জুন ২০১৪) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩) পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক তার monetary stance প্রণয়ন করেছে। এ মুদ্রানীতিটি হল সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি যা একই সাথে

[৪]গড় আমদানি ব্যয় নির্ণয় করা হয়েছে মার্চ ২০১৩ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত আমদানির গড় নিয়ে। এরপর মোট ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভকে গড় আমদানি দিয়ে ভাগ দিয়ে মাসের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। মোট ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ নেয়া হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশনা 'Major Economic Indicator/April 2014' হতে।

বেসরকারি ঋণপ্রবাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অর্থবছরের প্রথমার্ধে মূল লক্ষ্যসমূহের ক্ষেত্রে দৃঢ় অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান অর্ধ-বার্ষিক মুদ্রানীতির (জানুয়ারি-জুন ২০১৪) একটি মূল লক্ষ্য হল মূল্যস্ফীতি ৭.০ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা যা একটি চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমার্ধের MPS-এর ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১৭.০ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিতীয়ার্ধের MPS-এও অপরিবর্তিত রেখেছে। অনুরূপভাবে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫ শতাংশও অপরিবর্তিত থাকছে। একই সাথে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি হ্রাস, সম্পদের মূল্য বুদবুদ (asset price bubble) পরিহার এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ফাটকা কারবারে ঋণ প্রদানের পরিবর্তে উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারসাম্যপূর্ণ মুদ্রানীতি বিনিময় হারের অস্থিরতা প্রশমণেও সাহায্য করবে।

মূল্যস্ফীতি

৫.৩৯ অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রবৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে সামষ্টিক অর্থনীতিকে রক্ষা করা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.৫ শতাংশ। বিবিএস-এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমান মূল্যস্ফীতির হার ১০ এর অনেক নীচে সুতরাং অতীব ঝুঁকিপূর্ণ নয়। বিবিএস-এর এপ্রিল-২০১৪ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৫-০৬ ভিত্তি-বছর বিবেচনায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে নিরূপিত মূল্যস্ফীতি হল ৭.৪৬ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ৮.৯৫ শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি হল ৫.২৩ শতাংশ। মার্চ-২০১৪ এ সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (MTMF) এবং MPS-এর লক্ষ্যমাত্রার (৭.০ শতাংশ) চেয়ে বেশী। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৬.০ এবং ৫.৮শতাংশ। মূল্যস্ফীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রক্ষেপিত হারে মূল্যস্ফীতিকে সীমিত রাখা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৫.৪০ ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত CPI মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যা হল: (১) অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধির হারকে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সিপিআই মূল্যস্ফীতির এক অংকের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখা; (২) ক্রেডিট এক্সেস দ্বারা যেন উৎপাদনশীল প্রবৃদ্ধি সহায়ক কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করা; এবং (৩) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একটি সন্তোষজনক স্তরে রেখে বহি:খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

নীতি-কৌশল

৫.৪১ মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির একটি সুসংহত ও ভারসাম্যপূর্ণ মিশ্রণ এবং তার প্রয়োগের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি রোধ সরকারের অন্যতম নীতি অগ্রাধিকার। বাংলাদেশ ব্যাংক তার মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের

মাধ্যমে এক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রসার যাতে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি-জুন ২০১৪ সময়ের জন্য সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে[৫]। মূল্যস্ফীতির চাপকে সহনীয় মাত্রায় রাখার লক্ষ্যে এই নীতি অব্যাহত রাখা সমীচীন হবে।

৫.৪২ যোগানের প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে মূল্যস্ফীতির প্রভাব প্রশমণের নিমিত্তে সরকার মূল্যস্ফীতিকে লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান ও বিতরণ নিরবচ্ছিন্ন রাখা
- আমদানি মূল্যবাজার মূল্যের মাঝে ব্যবধান এবং উৎপাদন ও বাজার মূল্যের মাঝে ব্যবধান বিবেচনায় রেখে বাজার তদারক জোরদারকরণ
- খোলা বাজারে বিক্রির (OMS) লক্ষ্যে খাদ্যপণ্যের একটি সন্তোষজনক মজুদ তৈরী করা
- কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ইস্যু করা
- ঋণ ও ভর্তুকির মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা
- খোলা বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি
- অতিদরিদ্রদের জন্য Fair Price Cardচালুকরণ
- বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং বিশেষ ভাতা কর্মসূচির প্রসার
- সরকারি খাতের ঋণ সীমার মধ্যে রাখার উদ্দেশ্যে অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যয় নিয়ন্ত্রণএবং রাজস্ব ঘাটতি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

৫.৪৩ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে। সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে সুশাসন নিশ্চিতকরণে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

নীতি-কৌশল

৫.৪৪

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাদের কর্মকৃতি উন্নত করতে হবে। প্রত্যেক ব্যাংকের ঋণ প্রবৃদ্ধির সীমা নির্ধারণের ক্ষমতা থাকবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে যার ভিত্তি হবে ঐ ব্যাংকের আর্থিক স্বচ্ছতা এবং সক্ষমতা এবং

[৫]MPS H2 FY 14, Bangladesh Bank

- ❖ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং ব্যাংক কোম্পানিসমূহের আইনগত কাঠামো জোরদারকরণে ২০১৩ সালে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ সংশোধন করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার

৫.৪৫ পুঁজিবাজার ব্যবসা ও শিল্প খাতের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস। এটি সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তর করার একটি মাধ্যম। প্রাইমারি মার্কেট ব্যবসা ও শিল্প খাতের জন্য সরাসরি অর্থায়ন এবং সেকেন্ডারি মার্কেট Price discovery'র মাধ্যমে তারল্য প্রবাহ বজায় রেখে সমগ্র পুঁজিবাজার ব্যবস্থাকে সচল রাখে। পুঁজিবাজার আর্থিক সম্পদ আহরণের একটি কার্যকর উৎস হতে পারে। ২০১১ সালে বড় ধরনের মূল্য সংশোধনের পর সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বর্তমানে পুঁজিবাজার অধিকতর স্থিতিশীল। বিনিয়োগকারীদের আস্থা অনেকাংশে ফিরে এসেছে। তবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পূর্ণ আস্থা পূনরুদ্ধার এখনও চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। ২০১১ সালের অস্থিরতার উপর প্রণীত Capital Market Enquiry Report 2011 এর সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে সরকার বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন পুনর্গঠন করেছে। পুঁজিবাজারে মেয়াদি ও এসএমই ঋণের ব্যবহার বন্ধ এবং তারল্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের উপর নজরদারি অব্যাহত রেখেছে।

নীতি-কৌশল

৫.৪৬ আইন ও বিধি-বিধান সংস্কার

- ❖ একচেঞ্জেস ডিমিউচুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
- ❖ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ সংশোধন
- ❖ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ এর ২৫বি উপ-ধারার আওতায় সরকার স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে
- ❖ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ সংশোধন করা হয়েছে
- ❖ Securities and Exchange Commission (Private Palcement of Debt Securities) Rules, 2012 গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে
- ❖ Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013 প্রণয়ন করা হয়েছে
- ❖ Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006এর আওতায় বুক বিল্ডি পদ্ধতি সংস্কার করা হয়েছে
- ❖ Securities and Exchange Commission (Right Issue) Rules, 2013 গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে

৫.৪৭ অন্যান্য সংস্কার

- শেয়ার বাজারে শঠতা ও অনিয়ম চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশনে আন্তর্জাতিক মানের Surveillance Software স্থাপন করা হয়েছে
- ২৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন ৫,০০০ কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড গঠনের অনুমতি প্রদান করেছে। ৩১ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ক্রয় মূল্যে এর নীট সম্পদ ১,৭৬৩.৭৮ কোটি টাকা
- তালিকাভুক্ত কোম্পানির হিসাব প্রণয়ন ও ঘোষণা কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে Financial Reporting Act প্রণয়ন করা হবে
- একটি Derivative Market এবং Commodity Exchange Market স্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক দু'টি কমিটি গঠন করা হয়েছে
- ঢাকা ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচঞ্জে নতুন শেয়ার মূল্য ইনডেক্স চালু করা হয়েছে

৫.৪৮ বিচক্ষণ রাজস্ব নীতি এবং দক্ষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অভিঘাত সত্ত্বেও প্রাণবন্ত রাখতে সাহায্য করেছে। দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬.০১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এখন অর্থনীতির ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা যাক। সরকারি খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক, এডিপি বাস্তবায়ন ৯৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। গত তিন বছরে প্রকল্প সাহায্যর ব্যবহার ৮৯ শতাংশ ছুঁয়েছে এবং সরকার অব্যাহতভাবে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের নীচে রেখেছে। চাহিদা বর্ধনকারী বিষয়গুলোর মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের রপ্তানি এবং আমদানি প্রবৃদ্ধি ধনাত্মক এবং গত অর্থবছরের তুলনায় বেশি। বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতে সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে মধ্যমেয়াদে সরবরাহ বর্ধনকারী বিষয়গুলো আশাব্যঞ্জক। মূল্যস্ফীতিকে লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রাখা যায় এমন মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। চলতি হিসাবের ভারসাম্য উদ্বৃত্ত রয়েছে এবং মার্চ ২০১৪ এর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০-২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে উঠা নামা করছে যা ৬.১৩ মাসের আমদানি ব্যয় মেটাতে সক্ষম। মূল্যস্ফীতি ২০১৪ এর এপ্রিল মাসে ৭.৪৬ শতাংশ যা এপ্রিল ২০১৩ (৮.৩৭ শতাংশ) এর চাইতে বেশ কম।

৫.৪৯ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি আশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তবে অর্থনীতির জন্য স্বল্প এবং মধ্যমেয়াদে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মধ্যমেয়াদে অর্থনীতিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথে খাপ খাওয়াতে হতে পারে। তাছাড়া আরও কিছু উদ্বেগের বিষয় রয়েছে যেমন চলতি অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক। আরেকটি উল্লেযোগ্য বিষয় হলো অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মূল বাজেটে রাজস্ব আয়/জিডিপি অনুপাত প্রাক্কলন করা হয়েছিল ১৪.১ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে এই অনুপাত কমিয়ে প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপির ১৩.২ শতাংশ।

৫.৫০ মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির জন্য কিছু ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা রয়েছে তবে হতাশাজনক কিছু নেই। চলতি অর্থবছরে আমদানি এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক ভাবে ধনাত্মক হতে যাচ্ছে যা মধ্যমেয়াদে প্রবৃদ্ধি বাড়াবে। রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির ঋণাত্মক অবস্থা বিরাজমান থাকলে সার্বিক চাহিদা হ্রাস পাবে যা বিরুপভাবে প্রভাবিত করতে পারে জিডিপি, ভোগ এবং বিনিয়োগকে। তবে অর্থবছর শেষে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি ধনাত্মক হতেও পারে। মুদ্রানীতি সতর্কতার সাথে পরিচালিত করতে হবে কারণ জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৪ সময়ে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মুদ্রাস্ফীতি ৭.৪-৭.৫ এর মধ্যে উঠানামা করছে যদিও লক্ষ্যমাত্রা হল ৭ শতাংশ। প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা মাফিক বাস্তবায়িত হলে মধ্যমেয়াদে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি স্বল্পতা প্রায় দূরীভূত হবে। তবে সরকার মূল্যস্ফীতি, লেনদেনের ভারসাম্যে চাপ, বিদুৎ ও জ্বালানির স্বল্পতা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে নিম্নহার ইত্যাদি প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন রয়েছে। সরকার উচ্চ রাজস্ব লক্ষমাত্রা অর্জন, মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধিকে ধরে রাখা, সরকারের ঋণ গ্রহণ সহনীয় সীমার মধ্যে রাখা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে অর্থ ছাড়করণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইতিমধ্যে সময়োচিত, যথাযথ এবং ব্যাপক নীতি ও কৌশল গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচি এবং প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার বর্ণিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করার সাথে সাথে বাংলাদেশকে মধ্যমেয়াদে একটি উচ্চ-প্রবৃদ্ধির অর্থনীতিতে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

References

Asian Development Bank 2014. Fiscal Policy for Inclusive Growth (Bangladesh), *Asian Development Outlook 2013,* Manila

Bangladesh Bank (1) 2014. Major Economic Indicators: Monthly Update, Dhaka

Bangladesh Bank (2) 2014, Monetary Policy Statement, January-June 2014

Bangladesh Bureau of Statistics 2014, Various Sources.

(IMFC), T. S.—D. (2014, April 14). INTERVIEW WITH IMFC CHAIR THARMAN- To Build Resilience in Growth, Focus Must Turn to Structural Reforms. (I. Survey, Interviewer)

Asian Development Bank. (2014). *Asian Development Outlook 2014- Fiscal Policy for Inclusive Growth.* Manila, Philippines.

Finance Division, Ministry of Finance, Government of Bangladesh. (2013). *বাংলাদেশেদারিদ্রওঅসমতা: উত্তরণেরপথেযাত্রা.* Dhaka: Government of Bangladesh.

General Economic Division, Planning Commission, Bangladesh. (2013, June). The Seventh Five Year Plan of Bangladesh (FY2016-FY2020), Accelerating Growth with Equity: A Concept Note (Draft). Dhaka, Bangladesh.

International Monetary Fund. (April 2014a). *World Economic Outlook- Recovery Strengthens, Remains Uneven.* Washington.

International Monetary Fund. (April 2014b). *Fiscal Monitor—Public Expenditure Reforms: Making Difficult Choices.* Washington.

International Monetary Fund. (April 2014c). *Global Financial Stability Report—Moving from Lequidity-Growth-driven Market.* Washington.

Matin, Khan A., 2012, The Demographic Dividend in Bangladesh: An Illustrative Study. Paper presented at the Eighteenth Biennial Conference of Bangladesh Economic Association.

MInistry of Finance, India. (2014, February 17). Interim Budget 2014-2015. *Speech of P. Chidambaram, Finance Minister, India*.

Office of the Prime Minister, St. Vincent and the Grenadines. (2014, January). Budget Address 2014- Strengthening the Socio-economic Base for Recovery and Reconstruction after a Natural Disaster in a

Context of On-going Global Economic Uncertainty and Downside Risks. St. Vincent and the Grenadines.

Planning Commission, Bangladesh. (2012). Perspective Plan of Bangladesh 2010-21: Making Vision a Reality. Dhaka, Bangladesh.

Policy Research Institute of Bangladesh. (2014, March). Mid-Term Implementation Review of the Sixth Five Year Plan of Bangladesh. Dhaka, Bangladesh.

World Bank. (2012, June). *Bangladesh: Towards Accelerated, Inclusiveand Sustainable Growth Opportunities and Challenges, Volume II, Main Report.*

B.G.P-2013/2014-7507Com/A-1,500 books, 2014.